



124294 - স্বামী-স্ত্রী দুইজনরে মাঝে ভীষ বরিধে, আমরা কিতাকে তালক দয়োর উপদশে দবি?

প্রশ্ন

আমি একজন ববাহতি পুরুষ। আমার কয়কেজন সন্তান ও একজন স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু, স্ত্রীর সাথে সব সময় আমার ঝগড়া লগে থাকে। আমি অনেকবার তার সাথে আমার সমস্যা নরিসনরে উদ্যোগ নয়িছে; কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। সে তালকরে প্রতি সন্তুষ্ট নয়। জবৈকি দকি থেকেও সে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমাদের এখানে প্রথাগতভাবে দ্বিতীয় ববাহ অনুমত নয়। কথিবা মানুষ ববাহতি পুরুষরে কাছে তাদরে ময়েদেরেকে বয়ি দেয় না। আমার আশংকা হচ্ছে- এভাবে চলতে থাকলে আমি হারামে লপ্ত হতে পারি। আপনারা আমাকে অবহতি করুন ও গাইড করুন। আমি আশা করব আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে, কতিবে আমি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পতে পারি। এর ভাল সমাধান কী হতে পারে? আল্লাহ আপনারেকে উত্তম প্রতিদিন দিন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কিছু ঘররে সমস্যা মামুলি। আর কিছু ঘররে সমস্যা জটলি। যনি তার সমস্যা সমাধান করতে চান কথিবা অন্যরে সমস্যা নরিসন করতে চান তাকে সমস্যার কারণগুলো জানতে হবে; যগুলো পরপ্রিক্ষেতি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, কথিবা দুই বন্ধুর মাঝে, কথিবা পতি-পুত্ররে মাঝে কথিবা যে কোন পক্ষরে মাঝে বরিধে, ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষি সৃষ্টি হয়।

আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে কী নয়ি মতবরিধে তা আমরা জানি না। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দবি, যগুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হবে।

প্রিয় ভাই, আপনি আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে এ সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বরে করুন। হতে পারে আপনি এ সমস্যাগুলোর মূল ও প্রধান কারণ। আপনার এমন কোন স্বভাব যা আপনি পরিবর্তন করতে পারছেন না, কথিবা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার খারাপ আচরণ, কথিবা আপনার স্ত্রী ও তার সন্তানদের প্রতি আপনার অবহলো কথিবা অন্য কোন কারণ যার কোন সীমা নাই। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে নিজরে ভুলগুলো শোধরানো। আপনার উচতি হচ্ছে- সে ভুলগুলো যদি আপনার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কারণগুলো দূর করা। আপনার অজানা নয় যে, স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ,



স্ত্রীকে গুরুত্ব দাও, স্ত্রীর কাজের প্রশংসা করা, সন্তানদরে যত্ন নাও এবং বাড়ীর প্রয়োজনীয় জনসিপত্র সরবরাহ করা ইত্যাদি প্রত্যেকেটি স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে, উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি আনয়ন করে, ঘরের মাঝে দয়া বিস্তার করে।

আর আপনাদের উভয়ের মধ্যস্থিতি সমস্যা ও বিরোধগুলোর কারণ যদি আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্ছে- প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে এর সুরাহা করা। স্বামীর জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে - মূলতঃ ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে- স্ত্রীকে অনুগত বানানো, স্ত্রীর অপছন্দীয় জনসিকে পছন্দনীয় করে তোলা, পছন্দনীয় জনসিকে অপছন্দনীয় করে তোলা। কারণ কোন নারী যখন কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে মনে নতি সন্তুষ্ট হয় তার পছন্দ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বসবাস করতও সন্তুষ্ট থাকে। এটা শর্ত নয় যে, স্ত্রী আগে থেকে সেটাকে পছন্দ করত হব কিংবা সেটার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত হব। এটা সকল স্ত্রীর স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। এ কারণে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগামী হয়ে থাকে। এ হেতুর কারণেই মুসলিম নারীকে কাফরের কাছ বসিয়ে দাওয়া হারাম। এ হেতুর কারণেই সৎ স্বামী নির্বাচন করার আদেশ দাওয়া হয়েছে। যেন স্বামী সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার হয়; যাতে করে নারী তার দ্বীনদার ও চরিত্র দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না হয়।

দুই:

হতে পারে কোন স্বামীর মনোবৃত্তির সাথে স্ত্রীর মনোবৃত্তি মিলবে না। না স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করত সক্ষম; আর না স্ত্রী তার স্বামীর বৈধ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত। এমন হলে এটাই তাদের দু-জনের মাঝে বিচ্ছেদের স্টেশন। এমতাবস্থায় তারা দুইজন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকা সময় নষ্ট করা এবং সমস্যা ও পাপ-পঙ্কলিতাকে বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন যে এসেছে সে আলোকে আমরা বলতে চাই: যদি স্বামী দেখেন যে, স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে সংশোধন করত প্রস্তুত নয় এবং স্বামী নিজেকে এ সকল সমস্যার কারণ নয়; তাহলে তার সামনে তালাক ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। আর এটাই সর্বশেষ সমাধান! এই সমাধানে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকা শর্ত নয়। তালাক কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি ধরতব্য নয়। আমরা সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে তালাককে উল্লেখ করছি নিম্নোক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে যে কারণগুলো আপনার প্রশ্নের মধ্যে এসেছে:

১. স্ত্রীকে সংশোধন করা সম্ভবপর না হওয়া এবং দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের দুই জনের মাঝে বিরোধ চলমান থাকা।
২. পরবিশেষত কারণে অন্য কোন নারীকে আপনি বসিয়ে করতে না পারা।
৩. আপনার যত্ন চাহিদার ডাকে আপনার স্ত্রী সাড়া না দেয়ার প্রেক্ষিতে আপনি হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করা।

তাই আপনি তাকে সর্বশেষ সুযোগ দিন এবং তার নিজেকে ও নিজের অবস্থাকে শোধরানোর জন্য একটু সময় নির্দিষ্ট



করুন। যদি তার পক্ষ থেকে কোন পরবর্তন না ঘটে তাহলে তালাক দিতে আপনি দ্বিধা করবেন না এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ শরিয়ত অনুযায়ী আপনি এখন মুহসান (বিবাহিত)। আল্লাহ্ না করুন হারামে লিপ্ত হলে আপনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা। ইসলামে অন্যরে অধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে অনেকে হুমকি এসছে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সতর্কবাণী এসছে; আল্লাহ্ যা হারাম করছেন। অতএব, এর থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন।

আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।